পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	০১	-	০১	-	-	-	-	০১	সর্বনিম্ন-১৬.৩% সর্বোচ্চ- -

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা :** ২০১২-১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিপরীতে অন্তর্ভুক্ত ০১ (এক) টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। **সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল :** সমাপ্ত প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ১৬.৩%। তবে নির্ধারিত বাস্তবায়নকালের মধ্যেই প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়।

৩। **সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ :** বাস্তবায়ন পর্যায়ে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র, দাতা সংস্থার অর্থ ছাড় ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশ :

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হয়নি মর্মে জানা গেছে।	NSDS শুধুমাত্র বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নয়, বরং দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত একটি পরিকল্পনা দলিল। NSDS বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ১০ বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সমগ্র পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর সফল এবং সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং নিয়মিত তদারকী করা আবশ্যক। একই সাথে NSDS বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের বিষয়টিও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বিবিএস (ফেজ-২) এন এস ডি এসচ প্রকল্প

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ ডিসেম্বর, ২০১২)

০১. প্রকল্পের অবস্থান : ঢাকা

০২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

০৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ।

০৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০৭.৩০	১২৪.৭৯	১২১.৮৬	১-৩-২০১১ থেকে ৩১-১২-২০১২	১-৩-২০১১ থেকে ৩১-১২-২০১২	১-৩-২০১১ থেকে ৩১-১২-২০১২	১৬.৩%	-

০৫. প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক (অনুদান)

০৬. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়নঃ (সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	পিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	পরামর্শক	--	৪৭.৫০	৪	৪৫.৫১	৪
২.	প্রশিক্ষণ	--	৪.৭০	৩৩	৪.৭০	৩২
৩.	কর্মশালা	--	২৬.০০	১১৩০	২৬.০০	১২০০
৪.	টিএ/ডিএ	--	৬.০০	--	৫.৮১	--
৫.	টেলিফোন	--	১.০০	--	০.৮৮	--
৬.	গ্যাস ফুয়েল	--	১.০০	--	০.৯৪	--
৭.	পেট্রোল, লুব্রিকেন্ট	--	১.২০	--	১.১৮	--
৮.	স্টেশনারী	থোক	২.২৫	থোক	২.২৫	থোক
৯.	প্রকাশনা	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	থোক
১০.	ভাড়া	টি	১৮.৬৭	১ (যানবাহন)	১৮.১৩	১ (যানবাহন)
১১.	এন্টারটেইনমেন্ট	--	৩.৫৬	--	৩.৫৫	--
১২.	কন্টিনজেন্সি	--	৯.১০	--	৯.১০	--
১৩.	যানবাহন মেরামত	--	০.৬০	--	০.৬০	--
১৪.	যন্ত্রপাতি মেরামত	--	০.৮০	--	০.৮০	--
	সর্বমোটঃ	--	**১২৪.৭৯**	--	**১২১.৮৬**	--

প্রকল্পের খাতওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে বর্ণিত হলঃ

- **পরামর্শকঃ** প্রকল্পের আওতায় ৪জন পরামর্শক নিয়োগ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। একজন আন্তর্জাতিক পরামর্শকসহ ৪জন পরামর্শকই নিয়োগ করা হয়েছে। স্থানীয় পরামর্শক ৩জন। এ ৩ জনের মধ্যে ১জনকে মাসিক ১,৪০,০০০.০০ টাকা পারিশ্রমিকে ১০ জনমাসের জন্য, ১ জন পরামর্শককে মাসিক ১,৫০,০০০.০০ টাকা পারিশ্রমিকে এবং আইটি

পরামর্শককে একই পারিশ্রমিকে ২ জনমাসের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। পরামর্শক খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৪৭.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় ৪৫.৫১ লক্ষ টাকা। ডলারের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যয় কিছুটা কম হয়েছে।

- **প্রশিক্ষণঃ** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৩২ জন কর্মকর্তাকে “The Assessment Frame work Part-1 part-2” এবং “BBS Wing strategic Planning Template” বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এখাতে বরাদ্দকৃত ৪.৭০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে।

- **কর্মশালাঃ** প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প সদর দফতরে ৩টি কর্মশালা এবং বিভাগ পর্যায়ে ৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালাগুলোতে মোট ১২০০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন।এখাতে বরাদ্দকৃত ২৬.০০ লক্ষ টাকার সম্পূর্ণটাই ব্যয় করা হয়েছে।

- **ভ্রমণ ভাতা (TA / DA):** প্রকল্পের আওতায় কর্মশালাগুলো পরিচালনা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণ বাবদ এখাতে বরাদ্দকৃত ৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

- **টেলিফোনঃ** টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এখাতে বরাদ্দকৃত ১.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ০.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

- **গ্যাস জ্বালানী/ পেট্রোল লুবিক্যান্টঃ** পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর মহাপরিচালকের মাঠ পর্যায়ে যাতায়াতের জন্য জ্বালানী ব্যয় এখাত থেকে নির্বাহ করা হয়েছে।

- **স্টেশনারী দ্রব্যাদিঃ** স্টেশনারী দ্রব্যাদি খাতে প্রকল্পের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার্য এবং অনুষ্ঠিত কর্মশালা সমূহের জন্য কাগজ-কলম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল এবং বরাদ্দকৃত ২.২৫ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে।

- **মুদ্রণঃ** NSDS পরিকল্পনা দলিলটি মুদ্রণের জন্য ২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

- **হায়ারিংঃ** প্রকল্পের কাজে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাস, বিভাগীয় কর্মশালাগুলোতে যাতায়াতের জন্য একাধিক মাইক্রোবাস, ১জন কম্পিউটার এবং ১জন এমএলএসএস প্রকল্পের আওতায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে হায়ারিং করা হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল ১৮.৬৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৮.১৩ লক্ষ টাকা।

- **আপ্যায়ন ব্যয়ঃ** বিভিন্ন কমিটির অনুষ্ঠিত সভার আপ্যায়ন বাবদ এখাতে ব্যয় হয়েছে ৩.৫৫ লক্ষ টাকা।

- **আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ** এখাতে প্রকল্প ব্যবহৃত কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ, টোনার, অফিসের সরঞ্জামাদি মেরামত, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বিভিন্ন ক্রয় কার্যক্রমের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ বাবদ ব্যয়, লেবার কস্ট, কর্মচারীদের ওভার টাইম বিল ইত্যাদি ব্যয় মেটানো হয়েছে। এখাতে বরাদ্দ ছিল ৯.১০ লক্ষ টাকা এবং পুরোটাই ব্যয় করা হয়েছে।
- **যানবাহন ও ইকুইপমেন্ট মেরামতঃ** প্রকল্পে ব্যবহৃত যানবাহন, ফটোকপিয়ার ও প্রিন্টার মেরামত বাবদ ব্যয় এখাত থেকে নির্বাহ করা হয়েছে এবং এখাতে প্রকল্পে বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের (১.৪০ লক্ষ টাকা) পরিবর্তন হয়নি।

৭.০। **সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ**

৭.১। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** সঠিক নীতি নির্ধারণের জন্য সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের কোন বিকল্প নেই-এটি সর্বজনস্বীকৃত। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের প্রতিটি নীতি ও পরিকল্পনা মূল ভিত্তি হচ্ছে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান অথবা তথ্য-উপাত্ত। কিন্তু বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য পর্যাপ্ত পরিসংখ্যানের অভাব থাকার কারণে সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ফলে সম্পদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না । এ বাস্তবতাকে ধারণ করে তৃতীয় বিশ্বের পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার জন্য বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ উদ্যোগে মরক্কোর মারাকাস শহরে ২০০৪ সালে একটি গোল টেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে তৃতীয় বিশ্বের পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য National Strategy for Development of Statistics (NSDS) নামে একটি মডেল সুপারিশ করা হয় যা বিশ্বের প্রতিটি প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশ গ্রহণ করতে সম্মত হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বের ১১৭টি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ইতোমধ্যে ৫৫টি দেশ NSDS বাস্তবায়ন

করতে সক্ষম হয়েছে, ৩৭টি দেশ NSDS তৈরী করছে, ১৪টি দেশ NSDS তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং কেবলমাত্র ১১টি দেশ এখনও এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উক্ত করফারেন্সে বিশ্বব্যাংক এবং PARIS21 (Partnership in Statistics for Development in the 21 Century) বাংলাদেশের পরিসংখ্যানগত কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ' ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বিবিএস' নামে তিনস্তর বিশিষ্ট একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রথম পর্যায়ে পরিসংখ্যানের আশু প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাঠ পর্যায়ে অফিস গুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছে এবং স্বল্পসংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন কৌশল ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পুরোপুরিভাবে প্রদান করা সম্ভব হয়না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তথা জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার নিমিত্ত দ্বিতীয় পর্যায়ে "National Strategy for Development of Statistics (NSDS)" শীর্ষক পরিকল্পনা কৌশল প্রণয়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পরিসংখ্যানের উন্নয়নের জন্য সময়সূচী নির্ভর কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছিল যা Statistical Master Plan (SMP) হিসেবে বিবেচিত হবে।

তৃতীয় পর্যায়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইনগত কাঠামো তৈরী, অবকাঠামো ও জনশক্তি বৃদ্ধি এবং পরিসংখ্যানগত কাঠামো তৈরীর জন্য একটি বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারী ও উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করার প্রয়াস নেয়া হবে।

৭.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

০১. পরিসংখ্যানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৌশল নির্ধারণ;

০২. পরিসংখ্যানগত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ;

০৩. পরিসংখ্যান কার্যক্রমের ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ; এবং

০৪. তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশনা কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন।

৭.৩। **প্রকল্প অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি মার্চ-২০১১ হতে ফেব্রুয়ারী ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ৭-৩-২০১১ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ জুন,২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। প্রকল্পটি প্রথমবার সংশোধন করা হয়। সংশোধনের কারণ ছিল নিম্নরূপঃ

- অর্থছাড়ে বিলম্বের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম ৩ মাস বিলম্বে আরম্ভ হওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন;
- আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে স্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক TOR সংশোধন; এবং
- বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠানে অধিকতর সময়ের প্রয়োজন।

প্রকল্পের মেয়াদ পুনরায় ডিসেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়। সংশোধনের কারণ নিম্নরূপঃ

- ডলারের বিনিময়ে টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া;
- স্থানীয় পরামর্শকের সংখ্যা ১ জন থেকে ৩ জনে বৃদ্ধি পাওয়া;

কর্মশালার সংখ্যা ৩টি থেকে বৃদ্ধি করে ৬টি বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শকের মেয়াদ হ্রাস করা।

৮.০। **প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ** প্রকল্পের শুরু হতে সমাপ্ত পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেনঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবী	দায়িত্ব গ্রহণ	দায়িত্ব অর্পণ	ধরন
০১	মোহাম্মদ শাহীন	উপ-পরিচালক	১২-০৪-২০১১	২১-০৫-২০১১	খন্ডকালীন
০২.	মোঃ দিলদার হোসেন	উপ-পরিচালক	২২-০৫-২০১১	৩১-১২-২০১২	খন্ডকালীন

৯.০। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)ঃ** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে;

ক. পিপিআর ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা;

খ. প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা; এবং

গ. বাস্তব অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা।

১০.০। **প্রকল্প পরিদর্শনঃ**

গত ২১-১১-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) –তে অবস্থিত প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ দিলদার হোসেন এবং অন্যান্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেন। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

১০.১। পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি বিস্তারিত, বাস্তবসম্মত, অংশগ্রহণমূলক, পরিবর্তনশীল এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পরিকল্পনা দলিল হচ্ছে: “National Strategy for Development of statistics (NSDS)”। NSDS দলিলটি প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকগণের সহায়তায় প্রণয়ন করা হয়। এ দলিলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যবস্থা তথা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ দলিল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির যুগোপযোগী দৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত করা হবে যার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে তথ্যভিত্তিক, সঠিক ও ফলপ্রসূ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া এর মাধ্যমে পরিসংখ্যান ব্যবস্থা/পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য পরিসংখ্যানের গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, জাতীয় আয় (জিডিপি, মাথাপিছু আয় ইত্যাদি) নিরূপণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং তথ্য ভান্ডার ও নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হবে মর্মে প্রকল্প সূত্রে জানা যায়। মোট ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরাসরি NSDS এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে মর্মে অবহিত করা হয়েছে।

NSDS –কে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়ঃ

(ক) উচ্চ পর্যায়ে নীতিনির্ধারকদের সাথে NSDS বিষয়ে মতবিনিময়;

(খ) বিভাগ পর্যায়ে ৬(ছয়)টি কর্মশালার আয়োজন।

(গ) Assessment Framework নামে প্রণীত Questionnaire এর মাধ্যমে পরিসংখ্যানের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সার্বিক মতামত গ্রহণ;

(ঘ) BBS Wing Planning Template এর উপর on the Job Training এর মাধ্যমে সকল উইং এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে “ফোকাল পয়েন্ট অফিসার গ্রুপ” গঠন;

(চ) উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে “Donor Group” তৈরী।

NSDS প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১৬.১০.২০১১ তারিখে একটি প্রারম্ভিক কর্মশালা (Launching Workshop) দেশের নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষকগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে Assessment Framework নামে একটি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বিবিএস তথা পরিসংখ্যান পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বানের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করার পর প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের ভিত্তিতে খসড়া NSDS প্রস্তুত করা হয়।

বিভিন্ন কর্মশালা ও সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যবস্থার vision ও mission নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের vision-2021 এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাসময়ে প্রাসংগিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সহজে ব্যবহারযোগ্য উপাত্ত প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করাকে ভিশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরদিকে, জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার মিশন নির্ধারণ করা হয়েছে নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নেতৃত্বে দেশে একটি সমন্বিত পেশাদার ও দক্ষ পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলা; এবং
- তথ্য/উপাত্ত গ্রহণকারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে স্বচ্ছভাবে যথাসময়ে নির্ভুল পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;

এতদ্ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মিলিত উদ্যোগে উল্লিখিত vision ও mission অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করে কয়েকটি বিষয়কে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনেকগুলো কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কৌশল নিম্নরূপঃ

ক) জাতীয় হিসাব (National Accounts) এর বিভিন্ন প্রাক্কলন (যেমন-মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), মোট জাতীয় আয় (GNI) , সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ভোগ ইত্যাদি)-এর হিসাব আরও যথাযথভাবে নির্ণয়ের লক্ষ্যে জাতীয় হিসাব পদ্ধতি বা System of National Accounts (SNA)-1993 এর পরিবর্তে SNA-2008 অনুসরণ নিশ্চিতকরণ;

খ) জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার বা National Population Register (NPR) শীর্ষক একটি ডাটাবেজ তৈরী করা, যার মধ্যে দেশের প্রতিটি লোকের মৌলিক তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর সুফল সঠিক উপকারভোগীর নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে NPR-এর পাশাপাশি নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীসমূহের প্রকৃত উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত অতিদরিদ্রদের (Hard core poor) তালিকা তৈরী করা;

গ) শিল্পগত পরিসংখ্যানের ডাটাবেজ সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে সকল অকৃষি কর্মকান্ড একটি ব্যবসা রেজিস্টার Business register–এর আওতায় নিয়ে আসা;

ঘ) খাদ্যের সঠিক উৎপাদন ও চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে ফুড ব্যালেন্স শীট প্রস্তুত এবং পাশাপাশি কৃষি পরিসংখ্যান তৈরী করার জন্য পদ্ধতিগত উন্নয়ন করা;

ঙ) জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশন (United Nations statistics Commission) এর সুপারিশ অনুযায়ী ৫২টি নির্দেশক (Indicator) এর আলোকে নিয়মিতভাবে লিংগভিত্তিক পরিসংখ্যান (Gender statistics) প্রস্তুতকরণ;

চ) পরিবেশ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তৈরির লক্ষ্যে জাতিসংঘ পরিবেশ পরিসংখ্যান প্রণয়ন কাঠামো (United Nations Framework for the Development of Environmental Statistics) অনুসরণ করে বাংলাদেশ পরিবেশ পরিসংখ্যান প্রণয়ন কাঠামো (Bangladesh Framework for Development of Environmental Statistics) প্রস্তুত করা;

ছ) বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য চলমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সবুজ জিডিপি নিরূপণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূল কৌশল হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সবুজ জিডিপি নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশগত অর্থনৈতিক হিসাব পদ্ধতি বা System of Environmental Economic Accounting (SEEA) বাস্তবায়ন;

জ) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম (তথ্য সংগ্রহ, ধারণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ ইত্যাদি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে উপজেলা থেকে প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত পরিসংখ্যান ব্যুরোর সকল দপ্তরে একটি শক্তিশালী তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ করা এবং এ কার্যালয়গুলোকে নিজস্ব নেটওয়ার্কের-এর আওতায় আনা;

ঝ) পরিসংখ্যানগত সকল তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় অতি সহজে অনলাইনে পৌঁছানোর জন্য একটি সমৃদ্ধশালী পরিসংখ্যান উপাত্ত ব্যাংক (Statistics data bank) তৈরি করা;

ঞ) পরিসংখ্যান কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কমর্চারীদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ট) বিভিন্ন শুমারি ও জরিপকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে (সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ) গঠিত কমিটিসমূহকে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের স্থায়ী কমিটিতে রূপদান করা;

১০.২। **প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থাঃ** গত ২৮ অক্টোবর,২০১৩ তারিখে NSDS দলিলটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এটি একটি রাষ্ট্রীয় দলিলে পরিণত হয়েছে। NSDS অনুমোদনের অব্যবহিত পরই পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত NSDS বাস্তবায়ন ইউনিট গঠনের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিসেম্বর,২০১৩ মাসের শেষের দিকে একটি আলোচনা সভা আহ্বান করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

NSDS বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষয়টি উত্থাপন করা হবে এবং NSDSবাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেটের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

১১.০। **মনিটরিংঃ** বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১২ সালে দুইবার মনিটরিং করা হয়। আইএমইডি কর্তৃক কোন মনিটরিং করা হয়নি মর্মে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) সূত্রে এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা যায়।

১২.০। **অডিটঃ**

১২.১। **অভ্যন্তরীণ অডিটঃ** প্রকল্পের কোন অভ্যন্তরীণ অডিট করা হয়নি।

১২.২। **এক্সটার্নাল অডিটঃ** FAPAD কর্তৃক প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ২টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। প্রথম আপত্তিটি ছিল "প্রকল্পে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক পরামর্শকের ৭,৭৯,৬১৫/- টাকা পারিশ্রমিকের ৪.৫% ভ্যাট বাবদ ৩৫,০৮২/- টাকা এবং ১০% আয়কর বাবদ ৭৭,৯৬১/- টাকা কর্তন না করা সংক্রান্ত" এবং "দ্বিতীয়টি ছিল প্রকল্পের আওতায় গাড়ি হায়ারিং এর ২.৫% ট্যাক্স বাবদ ১৯,১৭৫/- টাকা কর্তন না করা সংক্রান্ত"
উল্লিখিত ২টি অডিট আপত্তিই নিষ্পত্তি করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প সূত্র থেকে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরীক্ষান্তে জানা গেছে। প্রথম আপত্তিটি 'আন্তর্জাতিক পরামর্শকের ভ্যাট/ট্যাক্স বাবদ পরিশোধনীয় ৭,৭৯,৬১৫/- টাকা বিশ্বব্যাংক সরাসরি পরিশোধ করেছে'- এ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দ্বিতীয় আপত্তির বিপরীতে গাড়ি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আদায়পূর্বক ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করে তার কপিসহ ব্রডশিটে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে অবগত করা হয়েছে এবং পাশাপাশি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করেও জানা গেছে।

১৩.০। **প্রকল্পের আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়াঃ** প্রকল্পটির আওতায় কোন ক্রয় কার্যক্রম ছিল না।

১৪.০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
০১. এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) প্রণয়ন করা যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংকলন, সম্পাদন ও প্রকাশনা কার্যক্রমের মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। পরিসংখ্যানগত কার্যক্রমের সক্ষমতা ও পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং এ কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে।	০১. NSDS পরিকল্পনা দলিল মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গত ২৮-১০-২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং বর্তমানে এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১৫.০। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হয়নি মর্মে জানা গেছে।

১৬.০। **সুপারিশঃ** NSDS শুধুমাত্র বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নয়, বরং দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত একটি পরিকল্পনা দলিল। NSDS বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ১০ বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের সমগ্র পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং এর সফল এবং সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং নিয়মিত তদারকী করা আবশ্যক। একই সাথে NSDS বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের বিষয়টিও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।